



জ্যোতিষশাস্ত্র ববিচেনা

জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যা নভোমণ্ডলে বিভিন্ন জ্যোতিষিক অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ববিচেনা করে মানুষের ভাগ্যগণনা তথা ভাগ্য নরিপণ করে। যারা এরূপে ভাগ্য গণনা করে তাদের বলা হয়, জ্যোতিষি।

জ্যোতিষি একটি সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দরে একটি অর্থ হল “জ্যোতির্বিষয়ক” এবং অস্ত্যর্থে এই শব্দরে একটি অর্থ হল “জ্যোতিষশাস্ত্রবর্” এবং অন্য অর্থ “জ্যোতির্বিবর্”। জ্যোতিষি ৬ টি বদোঙরে অন্যতম। বদোঙ জ্যোতিষরে উপলব্ধ শ্লোকগুলতি মূলতঃ সূর্য-চন্দ্ররে আবর্তন ও ঋতুপরবর্তন সংক্রান্ত বিষয়, আলোচতি হয়,ছে। বদেরে লপিবিদ্ধকরণরে সময়, যজ্ঞানুষ্ঠানরে দনি, ক্ষণ ও মূহুর্তাদনি নির্ণয়,ে জ্যোতিষরে বহুল ব্যবহার ছিল। উল্লেখ্য এই য়ে সেই সময়, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা অভিন্ন ছিল।

বর্তমানে প্রশ্নকর্তার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থানরে ভিত্তিতে, জন্মকালে মহাকাশে গ্রহরে অবস্থান নরিপণ করে অথবা প্রশ্নরে সময়, গ্রহাদরি অবস্থান নরিণয়, করে, অথবা হস্তরখোবচার, শরীররে চহিনবচার ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারে প্রশ্নকর্তার ভবিষ্যতরে গতিপ্রকৃতি নিরিধারণ করার জ্ঞান ও পদ্ধতিকে জ্যোতিষশাস্ত্র বলা হয়।

জ্যোতিষিক বিষয়ক তথ্য, সূত্রাবলী ও ব্যবহারিকি প্রয়োগসমূহরে সামগ্রিকি জ্ঞান

জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিতি। এই শাস্ত্রের উৎপত্তিকালে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এক এবং অভিন্ন ছিল। পরবর্তীকালে জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতিষিকগুলির গতি এবং অবস্থানের ভিত্তিতে, প্রাকৃতিক এবং শারীরিক লক্ষণ অথবা দুয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি, সমষ্টি বা দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণের প্রায়োগিক দিকটি নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সংগ্রহ হিসেবে বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে জ্যোতিষশাস্ত্রকে একটি বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে আলোচিত হত এবং অন্যান্য গবেষণার সাথে সংযুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্যোতিষের বিভিন্ন শাখা আছে। এই শাখাগুলির নাম অনেকক্ষেত্রে পরবর্তকরে নাম নামানুসারে হয়েছে। পরাশর, জমৈনি, নাড়ী, কৃষ্ণমূর্তিপদ্ধতি এবং লালকতিাবহুব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি এর মধ্যে পরাশর পদ্ধতি প্রাচীন ঋষি পরাশর, জমৈনি পদ্ধতি ঋষি জমৈনি, এবং কৃষ্ণমূর্তিপদ্ধতি বিখ্যাত জ্যোতিষী কে এস কৃষ্ণমূর্তির (১৯০৮-১৯৭২) নামানুসারে নামকরণকৃত। নাড়ীজ্যোতিষি বহু ঋষির দ্বারা প্রণীত।

এছাড়াও সামুদ্রিক জ্যোতিষি, জ্যোতিষের এক শাখা যা শারীরিক চিহ্নবচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত হয়। হস্তরখোবিদ্যা বা হস্তসামুদ্রিক বিদ্যা এরই একটি প্রশাখা। জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত।

প্রতিটি শাস্ত্রের মতো জ্যোতিষশাস্ত্রেরও কিছু একক আছে। জন্মরাশি সেই এককগুলির একটি। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের আবর্তন পথকে ৩৬০ ডিগ্রি সমমানের একটি বৃত্ত আকারে ঐকে ১২ টি অংশে বিভক্ত করলে প্রায় ৩০ ডিগ্রী সমমানের যে বৃত্তচাপ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিকে এক একটি রাশি বলা হয়। বাংলায় বারোটীরাশির প্রচলিত নামগুলি হল ১) মেষরাশি ২) বৃষরাশি ৩) মথুনরাশি ৪) কর্কটরাশি ৫) সিংহরাশি ৬) কন্যারাশি ৭) তুলারাশি ৮) বৃশ্চিকরাশি ৯) ধনুরাশি ১০) মকররাশি ১১) কুম্ভরাশি ১২) মীনরাশি। শিশুর জন্মের স্থানীয় সময়ে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে সে রাশিকে শিশুর জন্মরাশি বলে। বর্ষপঞ্জ্যে চন্দ্রের অবস্থান উল্লেখ থাকে। বর্তমানে পঞ্জ্যে বর্ষপঞ্জ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে জন্মতারিখ ও সময় দিয়ে চন্দ্রের অবস্থান জানা যায়। এই রাশিগুলি আবার কিছু নক্ষত্র (প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রপুঞ্জ) নিয়ে গঠিত। মহাকাশে এই নক্ষত্রগুলির অবস্থান দূরবীণের সাহায্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। পৃথিবীর চারদিকে মহাকাশকে পূর্বদগিন্ত, মধ্যগগন এবং পশ্চিমদগিন্তের সংযোগকারী বৃত্তাকারে কল্পনা করলে প্রতিটি নক্ষত্র মহাকাশে ১৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট বৃত্তচাপ পরিমাণ অংশ নির্দেশ করে। এক একটি নক্ষত্রের পরিমাণ বৃত্তচাপকে চারটি সমান অংশে ভাগ করলে এক একটি ভাগকে পদ বা চরণ বলে। প্রতিটি পদ তাই ৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট পরিমাণ বৃত্তচাপ নির্দেশ করে। প্রতিটি রাশি ৯ টি নক্ষত্রপদ পরিমাণ বৃত্তচাপ নির্দেশ করে যা ৩০ অংশের (ডিগ্রির) সমান। মেষ রাশি, অশ্বিনী ও ভরগী নক্ষত্র এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের ১ম পদ নিয়ে গঠিত। পরবর্তী রাশি বৃষ, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অবশিষ্ট ৩টি পদ, রোহিনী নক্ষত্র এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম ২ টি পদ নিয়ে গঠিত। এই রাশি, নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপদগুলি তাই মহাকাশের মানচিত্রে এক একটি স্থান নির্দেশক।

জ্যোতিষ গণনা, ভারতীয় পদ্ধতিতে চন্দ্রকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। চন্দ্র এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে অবস্থান পরিবর্তন করে আড়াই দিনে। এভাবে চন্দ্র এক মাসের মধ্যে সঠিকপথে বারোটী চিহ্ন বা রাশিই অতিক্রম করে। ভারতীয় জ্যোতিষে

২৭টিনক্ষত্রপুঞ্জকেও বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষী কারও কৌশ্ঠী নরিণ্যে তার জন্মচহিন (চন্দ্রচহিন) এবং জন্মনক্ষত্র উভয়ই বিবেচনা করেন।

সাধারণভাবে, জন্মকালে পূর্বদগিন্তে যে রাশির যত অংশ উদয় হয়, সেই রাশির তত অংশ জাতকরে জন্মলগ্ন ধরা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি জন্মকালে ধনুরাশি ৫ ডিগ্রি ২০ মিনিট উদয় হয়ে থাকে তবে জাতকরে জন্মলগ্ন হবে ধনু। এই প্রকারে প্রতদিনে জন্মসময়ের ভিত্তিতে মেষ, বৃষ, মথুন ইত্যাদি ১২ প্রকারের লগ্ন হয় থাকে। জন্মলগ্নের ভিত্তিতে ১২ টি ভাবে আরম্ভ, মধ্য ও শেষে বচির করা হয়ে থাকে। ভাগ্যফল গণনা। এই ভাবগুলিই মানুষের জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

রবি মঙ্গল শনি রাহু ও কতৌ সর্বদা পাপ ফল দিয়ে থাকেন। কৃষ্ণাষ্টমী হতে শুক্লাসপ্তমী পর্যন্ত কৃষ্ণ চন্দ্রও পাপ ফল প্রদান করেন। বুদ্ধ পাপ গ্রহযুক্ত হলে পাপ অন্যথায়, শুভ গ্রহ বলে বিবেচিত হবে। বৃহস্পতি ও শুক্র সর্বদাই শুভফল দিয়ে থাকেন। সাধারণত পাপগ্রহ যে ঘরে বা ভাবে থাকেন সেই ভাবে অশুভ এবং শুভ গ্রহ যে ভাবে থাকেন সেই ভাবে শুভ হয়। দশম ও একাদশে যে গ্রহই থাকুন শুভফল প্রদান করেন। ষষ্ঠস্থ অর্থাৎ শত্রুভাবস্থ শুভগ্রহ শত্রু বৃদ্ধি করেন। অনুরূপভাবে শত্রু ভাবস্থ পাপ গ্রহ ভাবে অশুভ করায়, অর্থাৎ শত্রুর অশুভ করায়। কার্যতপক্ষে জাতকরেই শুভ করেন। তৃতীয়, অর্থাৎ ভাতৃভাবস্থ শুভ গ্রহ জাতকরে পক্ষে অশুভ ফলপ্রদ। কিন্তু ভাতৃ পক্ষে শুভ। লগ্ন চতুর্থ সপ্তম ও দশম রাশির নাম কনৈদ্র। লগ্ন নবম ও পঞ্চম রাশির নাম ত্রকিণা। কনৈদ্রত্ব ও কণেত্ব উভয়েরে বচির ক্ষেত্রে লগ্নেরে কনৈদ্রত্বই প্রধান বলে বিবেচিত। কনৈদ্রস্থ শুভ গ্রহ বিশেষে শুভ ফল এবং কনৈদ্রস্থ পাপগ্রহ বিশেষে ভাবে অশুভ ফল প্রদান করেন। ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানেরে নামান্তর দুঃস্থান। দুঃস্থানে যেত কম গ্রহ অবস্থান করেন ততই ভালো।

কৌশ্ঠী জন্মপত্রিকা। এতে নবজাতকরে জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রেরে অবস্থান ও সঞ্চার অনুযায়ী তার সমগ্র জীবনের শুভাশুভ নরিণ্য করা হয়। এ জন্য জন্মসময়টি সঠিকভাবে নরিণীত হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে কৌশ্ঠী গণনা সঠিক হয় না। প্রাচীনকালে বিশেষ পদ্ধতিতে এ জন্মসময়, সূক্ষ্মভাবে নরিণ্য করা হতো। কৌশ্ঠী অনুযায়ী কারও ভবিষ্যৎ গণনার সময়, তার জীবনেরে বিভিন্ন ঘটনা বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়, যার নাম ‘ভাব’। বারোটি ভাব হচ্ছে তনু (শরীর), ধন, সহজ (সহোদর), বন্ধু (এবং মাতা), পুত্র (এবং বদিয়া), রপি (এবং রোগ), জায়া (বা স্বামী), নধিন (মৃত্যু), ধর্ম (এবং ভাগ্য), কর্ম (এবং পতি), আয় ও ব্যয়। যে রাশিতে লগ্ন অবস্থতি সেখান থেকে তনুর বচির শুরু হয়, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাব গণনা করা হয়।

মোট বারোটি ভাব.... লগ্ন থেকে দ্বাদশ, এর মধ্যেই সব গ্রহদরে বচিরণ! এই দ্বাদশ ভাব আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত !

পঞ্জিকা বছরেরে প্রতদিনেরে তারখি, তখি, শুভাশুভ ক্ষণ, লগ্ন, যোগ, রাশিফল, বিভিন্ন পর্বদনি ইত্যাদি সংবলতি গ্রন্থ। একে পঞ্জী বা পঞ্জি বলা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একে বলা হয়েছে ‘পঞ্জাঙ্গ’। ভারতেরে অন্যান্য অঞ্চলেও এটি এই নামে পরিচিতি। এর কারণ এতে বার, তখি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ প্রধানত এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে। বাংলায় অবশ্য এটি পঞ্জিকা নামেই সুপরিচিতি।

বিবাহেরে পূর্বে বর ও কন্যা পরস্পরের জন্মরাশ্যাদি নিয়ে যে শুভাশুভ বচির করা হয়, তাহাকে যোটক বচির বলা হয়। সে যোটক বচির আট প্রকারঃ বর্ণকুট, বশ্যকুট, তারাকুট, যোনিকুট, গ্রহমতৈরীকুট, গণমতৈরীকুট, রাশিকুট, ত্রীনাড়ীকুট।

প্রতীকার:-- মানুষের কর্মই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সুকর্মে সুফল ভোগ করতে চেষ্টা করে আর দুষ্কর্মে কুফল এড়াতে চেষ্টা করে। অনভিপ্রেতে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ পরবর্তনকে উপায়কই প্রতীকার বলে।

তবে সব কর্মের ভবিষ্যৎ পরবর্তন করা যায় না। কী ধরনের ভবিষ্যৎ পরবর্তন করা যায় আর কী ধরনের ভবিষ্যৎ পরবর্তন করা যায় না সেটা বলতে গেলে কী ধরনের কর্ম থেকে সেই ভবিষ্যৎ লেখা হয়েছে তা আলোচনা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে কালভেদে কর্ম চার প্রকার - প্রারম্ভ, সংষ্টি, ক্রিয়মান এবং আগম কর্ম। সমস্ত পূর্ব জন্মে কর্ম হল প্রারম্ভ কর্ম। ইহজন্মে যে কর্ম এই জীবদ্দশাতেই ভোগ করা যায় তা ক্রিয়মান কর্ম। ইহজন্মে যে কর্ম ভোগের পূর্বেই মৃত্যু হয় তা হল সংষ্টি কর্ম। প্রারম্ভ ও সংষ্টি কর্ম ভবিষ্যৎ জন্মে যে কর্ম নির্দেশ করে তাই আগম কর্ম। প্রতীকার ক্রিয়মান কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে ভবিষ্যৎ পরবর্তনকে চেষ্টা করে থাকে।

কর্ম আর ফলের নিশ্চয়তাভেদে তিন প্রকার। দৃঢ় কর্ম, অদৃঢ় কর্ম এবং দৃঢ়-অদৃঢ় কর্ম। দৃঢ় কর্মের ফল প্রায় অপরিবর্তনীয়। অদৃঢ় কর্মের ফল প্রতীকার এবং চেষ্টার দ্বারা অথবা শুধুমাত্র চেষ্টার দ্বারা সহজেই পরিবর্তনীয়। দৃঢ়-অদৃঢ় কর্মের ফল নিশ্চয়, অধ্যবসায় এবং প্রতীকারের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তনীয়।

আধ্যাত্মিক, কার্মিক, ঔষধীক পদ্ধতিতে এবং রত্নধারণের মাধ্যমে প্রতীকার বধান করা হয়ে থাকে। মন্ত্রজপ, যন্ত্রস্থাপনা, তন্ত্রসাধনা, পূজা ও দান ইত্যাদি আধ্যাত্মিক প্রতীকারের পথ। পুণ্যকর্ম, তপ, ত্যাগ, সাম্যভাব অবলম্বন ইত্যাদি হল কার্মিক প্রতীকার। ভেষজ, ধাতব ও রাসায়নিক প্রতীকার হল ঔষধীক প্রতীকারের উদাহরণ। জ্যোতিষীগণ প্রতীকারের জন্য সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, কার্মিক প্রতীকার এবং উদ্ভিদমূল, ধাতু ও রত্নধারণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। হাজার হাজার বছরেও পূর্ব থেকে ভারতে এই জ্যোতিষী — বদ্বিষা ও সামুদ্রিক বদ্বিষা চলে আসছে। তারপর কালক্রমে যত দিন যতে থাকে, ততই এই বদ্বিষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সারা পৃথিবীর মধ্য জ্যোতিষচর্চা, সামুদ্রিক বচিার অর্থাৎ হস্তরখা বচিার প্রভৃতি সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে। তারপর ভারত থেকে আরব-বণিকদের মাধ্যমে এই বদ্বিষা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর মিশরে পৌঁছায় এবং অনেকে উন্নত হয়। ক্রমে মিশর থেকে গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য দেশে গুলিতে এই শাস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে।

যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করেন, তিনি জ্যোতিষী নামে পরিচিতি।

আধুনিককালে জ্যোতিষীগণ প্রতীকারের মাধ্যমে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে থাকেন। এছাড়াও এটি এক ধরনের কলাশাস্ত্র বা ভবিষ্যৎকথন হিসেবে পরিচিতি।